সংবাদ

তারিখ 29 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

তিনটি সরকারি ও ৪৫ বেসরকারি গার্লস স্কুলে মহিলা শিক্ষক নেই

● ৩০ ভাগ মহিলার নিয়োগ বিধি উপেক্ষিত

রাকিব উদ্দিন

৪৮টি বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নেই। এর মধ্যে তিনটি সরকারি এবং ৪৫টি বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল। গত এক বছরে এসব স্কুলের একটিতেও মহিলা শিক্ষক পদায়ন বা নিয়োগ দিতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা। নারী শিক্ষক না থাকায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রীরা নানা ধরনের মানসিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নিশ্চিত হচ্ছে না ছেলেমেয়ের সহশিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিচালিত প্রকল্পের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

মাউশি জানায়, নারী-পুরুষের সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার এবং মেয়েদের শিক্ষালাভের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি স্কুলে ২৫ ভাগ এবং এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি হাইস্কুলে কমপক্ষে ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলো সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছেমতো শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ সংবাদকে বলেছেন, 'সব বেসরকারি স্কুলেই ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া আবশ্যক। আর গার্লস স্কুলে মহিলা শিক্ষক থাকবে না, তা তো হতেই পারে না'।

তিনি বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব তিনটি সরকারি গার্লস স্কুলে নারী শিক্ষক নিশ্চিত করা হবে। আর বেসরকারি স্কুলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হবে'। পাশাপাশি এসব স্কুলে কেন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি তা তদন্ত করা হবে'। জানা গেছে, ২০১০ সালের জুলাই পর্যন্ত মোট ৭০টি গার্লস স্কুলে মহিলা শিক্ষক ছিল না। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বিশেষ পদক্ষেপে গার্লস : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

গার্লস : শিক্ষক নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত এ ধরনের ২২টি স্কুলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে স্কুল পরিচালনা পরিষদ। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আর কোন স্কুলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারেনি স্কুল পরিচালনা পরিষদ। এমনকি ওই সময়ের মধ্যে তিনটি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়েও একজন করে মহিলা শিক্ষক পদায়ন করতে পারেনি মাউশি কর্তৃপক্ষ।

মহিলা শিক্ষকবিহীন সরকারি গার্লস স্কুল : দেশে মোট ১৪৭টি সরকারি গার্লস হাইস্কুলের মধ্যে তিনটিতে মহিলা শিক্ষক নেই। স্কুল তিনটি হলো- ভোলা জেলার ফজিলাতুননেছা সরকারি গার্লস হাইস্কুল, চাঁদপুরের হাইমচর গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল এবং চট্টগ্রামের যোমেনা সিকান্দার গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

ফজিলাতুননেছা সরকারি গার্লস হাইস্কুলটি ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তজুমুদ্দিন উপজেলার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহিদুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, মহিলা শিক্ষকদের থাকা-খাওয়ার ন্যূনতম ব্যবস্থা তজুমুদ্দিন উপজেলায় নেই। এমনকি এলাকায় একটি ভালো হোটেলও নেই। ফলে প্রায় ১০ বছর ধরে ফজিলাতুননেছা সরকারি গার্লস এবং বয়েজ হাইস্কুলে কোন মহিলা শিক্ষক পদায়ন হয়নি।

মহিলা শিক্ষকবিহীন বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয় : বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত ৪৫টি বালিকা বিদ্যালয়ে কোন মহিলা শিক্ষক নেই। স্কুলগুলো হলো- বাগেরহাটের বিপিন কামাল জুনিয়র গার্লস স্কুল, বান্দরবানের আলীকদম গার্লস হাইস্কুল, বরগুনার পূর্ব রায়ভোগ গার্লস হাইস্কুল, ভোলার আহম্মদপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, বরগুনার মানিকপুতুল জুনিয়র গার্লস স্কুল, একই জেলার দুর্গাটা গার্লস হাইস্কুল ও ওহগ্রাম পিস্টু গার্লস হাইস্কুল, বি বাড়িয়ার নুরপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, চাঁদপুরের নতালী শাহ আলম মডেল জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিনোদপুর গার্লস হাইস্কুল, কুমিল্লার বাজগাওড়া আরএম জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল ও হাজী রুস্তম আলী গার্লস হাইস্কুল, ঢাকার ধামরাইয়ের খাগাইল গার্লস হাইস্কুল, দিনাজপুরের নালবাড়ি গার্লস হাইস্কুল, হবিগঞ্জের অপরুপা জুনিয়র গার্লস স্কুল, ঝিনাইদহের গবিন্দপুর সেকেন্ডারি কো-এডুকেশন স্কুল, জয়পুরহাটের ছাচুরিয়া জুনিয়র গার্লস স্কুল, খুলনার হাজরা জুনিয়র গার্লস স্কুল ও বেইন বাড়িয়া জুনিয়র গার্লস স্কুল, কুড়িগ্রামের শাহী বাজার গার্লস হাইস্কুল ও মিয়াপাড়া আদর্শ জুনিয়র গার্লস স্কুল, কুষ্টিয়ার ভালুকা শহীদ এসকেএসইউ জুনিয়র গার্লস স্কুল, লালমনিরহাটের জংগ্রা জুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল।

মাদারীপুরের আব্দুস সাত্তার ইবনে হালিমা সেরাজ গার্লস একাডেমি, মাগুরার পাটুবালি সম্মিলনী গার্লস স্কুল, ময়মনসিংহের শ্যামলা শাহা গার্লস হাইস্কুল ও ডিগ্রিটিরপার জুনিয়র গার্লস স্কুল, নওগাঁর মিচিরা শহীদ হিয়া একে গার্লস হাইস্কুল ও গোয়ালা জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, নড়াইলের এবিএম জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, নাটোরের সাবিনা ইয়াসমিন ছবি আইডিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নীলফামারীর চক সোনারায় জুনিয়র গার্লস স্কুল, পটুয়াখালীর বিবি আয়েশা জুনিয়র গার্লস স্কুল ও পশ্চিম বড় গোপালপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল ও কিসমতপুর গার্লস হাইস্কুল, রংপুরের ছোট ওমরপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, সাতক্ষীরার আনুলিয়া পাবুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল, শেরপুরের ঝণড়ারচর হামিদাবাগ জুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল, সিরাজগঞ্জের কাঁচিহাতা জুনিয়র গার্লস স্কুল ও রৌতন জুনিয়র হাইস্কুল, সুনামগঞ্জের মধ্যনগর পাবলিক জুনিয়র গার্লস স্কুল, ঠাকুরগাঁওয়ের রামপুর ভাটুরিয়া গার্লস হাইস্কুল ও বনগাঁও বিশ্বাসপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল এবং একই জেলার বাবুপাড়া বিএইচ জুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল।

ঠাকুরগাঁওয়ের তিনটি বেসরকারি গার্লস স্কুলে মহিলা শিক্ষক না থাকার বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন সংবাদকে বলেন, 'স্কুলগুলো রিমুট এরিয়ায় (প্রত্যন্ত অঞ্চল) অবস্থিত। এসব এলাকায় মহিলা শিক্ষক পাওয়া যায় না। এরপরও স্কুলগুলোতে কমপক্ষে একজন করে